আবু লুবাবা শাহ মানসুর

সিক্রেটস অব ইয়াহুদিজম

ইয়াহুদিদের ভেতর-বাহির

সিক্রেটস অব ইয়াহুদিজম

ইয়াহুদিদের ভেতর-বাহির

আবু লুবাবা শাহ মানসুর

ভাষান্তর

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳৫৫০, US $25, UK £20

প্রচ্ছদ : আহমাদ বোরহান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-98081-1-4

Secret of Yahudism
by **Abu Lubabah Shah Mansoor**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীতে একটি জাতি আছে যারা পরের মাথায় কাঁঠল ভেঙে খেতে ওস্তাদ। পবিত্র কুরআনে এদেরকে 'মাগজুব আলাইহিম' বলা হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন এদের বেলায় বলেছে 'তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে লাঞ্ছনা।' অনুরূপ বলা হয়েছে 'তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে হীনতা।' সুতরাং ওই জাতির ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় তারা সর্বযুগেই ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনযাপন করেছে। অথচ তাদের জন্য এমন অভিশপ্ত জীবন কাটানোর কথা ছিল না। কারণ, তাদেরকে আল্লাহ দান করেছিলেন প্রজ্ঞা। তাদের কাছে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবি-রাসুল। কিন্তু তারা যেমন প্রজ্ঞাকে সৎপথে পরিচালিত করেনি, নবি-রাসুলদের হিদায়াতের পথে হাঁটেনি, তাই আল্লাহ তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন এই চিরন্তন অভিশাপ। তারা অপরাধের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, এর চেয়ে অনেক কম অপরাধের জন্য আল্লাহ অনেক জাতিকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নির্মূল করে ফেলেছেন। কিন্তু নবি-রাসুলদের সঙ্গে শতগুণ বেশি অপরাধের পরও এরা নির্মূল হয়নি কেন, সে এক কৌতূহলীয় প্রশ্ন। তবে আমরা মনে করি তাদের এ জীবন তাদের নির্মূল হওয়া থেকে অধিক অভিশাপের। কারণ, একেবারে নিমূল হয়ে যাওয়ার তুলনায় কিয়ামত অবধি লাঞ্ছনা ভোগ করতে থাকা সত্যিই বড় ধরনের অভিশাপ।

তারা যে চির অভিশপ্ত জাতি, তাতে মোটেও সন্দেহ নেই। আজ যদিও বাহ্যত তাদের একটি রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী দেখা যাচ্ছে, তাই বলে তারা অভিশাপ মুক্ত হয়ে গেছে মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের এই উত্থানই তাদের চিরকালীন বিলুপ্তির আলামত। তারা তাদের বর্তমান সাফল্য নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা চাচ্ছে পুরো পৃথিবীর শাসনক্ষমতা তাদের কুক্ষিগত হোক। জগতের সমুদয় অর্থসম্পদ তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসুক। সেই স্বপ্নে বিভোর হয়েই তারা তাদের ধারণামতে অপেক্ষায় আছে এক কল্যাণকর শক্তির (আমাদের ধারণায় অশুভ শক্তির প্রতীক) আধার দাজ্জালে আকবরের। তাদের বিশ্বাস যেদিন তারা হায়কলে সুলায়মানি নির্মাণ করতে সক্ষম হবে, সেদিনই তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বিশ্ব শাসন করবে। পুরো বিশ্ব হবে তাদের করতলগত।

ওই লক্ষ্য সামনে রেখেই আজ তারা বিশ্বজুড়ে নানা নাম ও সংগঠনের আড়ালে সেই

কাজ করে যাচ্ছে। আলোচিত গ্রন্থে সেসব সংগঠনের মুখোশ খুলে ফেলাই উদ্দেশ্য। লেখককে তাঁর প্রয়াসে পুরোটাই সফল মনে হচ্ছে।

আমরা অনূদিত বইটির নাম রেখেছি *সিক্রেটস অব ইয়াহুদিজম*। এখানে 'ইয়াহুদিজম' শব্দের জায়গায় 'জুদাইজম' শব্দটা যদিও বেশি প্রাসঙ্গিক; কিন্তু শব্দটা বলতে গেলে আমাদের কাছে অপরিচিত। আর 'ইয়াহুদি' শব্দটা আমাদের কাছে বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া 'জায়োনিজম' ইয়াহুদিদেরই একটা অংশ। তাই সহজ করতে ও ব্যাপকতা বুঝাতে 'ইয়াহুদিজম' শব্দটাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি।

আমরা বইটি নির্ভুলভাবে প্রকাশে সাধ্যের ত্রুটি করিনি। তারপরও পাঠকদের কাছে বিনীত আরজ; কোনো ভুলভ্রান্তি নজরে এলে আমাদের জানাবেন। ইনশাআল্লাহ পরে আমরা তা শুধরে নেব।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
ডিসেম্বর ২১, ২০২৩

সূচিপত্র

চতুর্থ প্রকাশের ভূমিকা

প্রাথমিক কথা : জরুরি আবেদন # ১৩

তৃতীয় প্রকাশের ভূমিকা

সমন্বয় ও বৈপরীত্য # ১৮

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

জানানোর আগ্রহ # ২৮

প্রথম অধ্যায়

উম্মাহর দুই শত্রুজাতি # ৩২

এক : মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদি ও হিন্দুদের বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণ ৩৩
দুই : ইয়াহুদি ও হিন্দু জাতির মধ্যে সমন্বিত গুণ ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইয়াহুদিবাদীদের বৈশ্বিক সংগঠনসমূহ # ৩৯

এক : সরাসরি ইয়াহুদি কর্তৃক পরিচালিত সংগঠনসমূহ ৪০
দুই : পরোক্ষ ইয়াহুদি সংগঠনসমূহ ৪০
তিন : মুসলিমদের মধ্যে কর্মতৎপর ইহয়াহুদি সংগঠনসমূহ ৪০

তৃতীয় অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ইয়াহুদিবাদী সংগঠন # ৪১

চতুর্থ অধ্যায়

ফ্রিম্যাসনরি দ্বারা উদ্দেশ্য # ৪৯

পঞ্চম অধ্যায়

ফ্রিম্যাসনরির বর্তমান এজেন্ডা # ৫৯

এক : লৌকিকতামুক্ত ৫৯
দুই : কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে চলে এসেছি ৫৯
তিন : বিশ্ব আমাদের নিয়ে কী ভাবছে ৬১

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফ্রিম্যাসনরি # ৬৭

এক : পরিচিতি ও কর্মপদ্ধতি ৬৭
দুই : ফ্রিম্যাসনরির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৬৯
তিন : ইয়াহুদিবাদীদের গোপন নথির আলোকে ফ্রিম্যাসনরি ৭২
চার : ফ্রিম্যাসনরির পরিচালনা-পদ্ধতি ৭৪
পাঁচ : পিরামিডের চূড়ায় এক চোখের সিম্বল ৭৫
ছয় : ফ্রিম্যাসনরির কাঠামো ৭৬
সাত : ফ্রিম্যাসনরির অধীন সংগঠনসমূহের শপথানুষ্ঠান ৭৮
আট : শপথের বিরোধিতা করার শাস্তি ৮৪
নয় : ফ্রিম্যাসনরির প্রতীক ৮৮
দশ : ফ্রিম্যাসনরির গোপন ইঙ্গিত ৯৭
এগারো : ফ্রিম্যাসনরির পয়গাম ১০০

সপ্তম অধ্যায়

ফ্রিম্যাসনরির সঙ্গে সম্পর্কিত বিখ্যাত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান # ১০৯

এক : ফ্রিম্যাসনরির সঙ্গে সম্পর্কিত বিখ্যাত কতিপয় ব্যক্তি ১০৯
দুই : ফ্রিম্যাসনরির সঙ্গে সম্পর্কিত বিখ্যাত কতিপয় সংগঠন ১১৬
তিন : ফ্রিম্যাসনরির আধুনিক দালালশ্রেণি ১২৮
চার : কতিপয় মডার্নের আলোচনা ১৩২
পাঁচ : ফ্রিম্যাসনরি সম্পর্কিত কতিপয় প্রতিষ্ঠান ১৩৬

ছয় : ফ্রিম্যাসনরির অধীন বিখ্যাত কয়েকটি সংগঠন ১৪৭
সাত : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিম্যাসন রাষ্ট্রপতিবৃন্দ ১৫৫
আট : ফ্রিম্যাসনরির ধর্মীয় এজেন্ট ১৬২

অষ্টম অধ্যায়

ফ্রিম্যাসনরির বিশেষ কৌশল, অস্ত্রসাফল্যের নেপথ্য # ১৬৬

এক : ফ্রিম্যাসনরির সাতটি বিশেষ কৌশল ১৬৬
দুই : ফ্রিম্যাসনরির বিভীষিকাময় সাতটি অস্ত্র ১৬৯
তিন : ফ্রিম্যাসনরির সাফল্যের নেপথ্যরহস্য ১৭৯
চার : বুদ্ধিবৃত্তির ধ্বংসযজ্ঞ ১৮০
পাঁচ : সেকুলারাইজেশন (Secularization) ১৮১
ছয় : ডেমোক্রেটাইজেশন (Democratization) ১৮৪
সাত : কমার্শিলাইজেশন (Commercilization) ১৯৪

নবম অধ্যায়

উসমানি খিলাফত পতনে ফ্রিম্যাসনরির ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড # ১৯৬

দশম অধ্যায়

সেইন্ট পিটারের ব্যাংকার # ২১২

এক : খ্রিস্টবাদী জায়নবাদ ২১২
দুই : জায়নবাদী খ্রিস্টবাদ ২১২
তিন : একব্যক্তির তিন চেহারা ২১৩
চার : কোবরার লালচোখ ২১৪
পাঁচ : ভূগর্ভস্থ নদী ২১৫
ছয় : পাহাড়ে ফিরে আসা ২১৫
সাত : পিটুর নেতা ২১৬
আট : কোবরার চোখ ২১৭
নয় : শয়তানপূজারি ২১৮
দশ : রহস্যের খোঁজে ২১৮
এগারো : ফ্রিম্যাসনরির শিকার ২২২

বারো : ঝাপসা কাচের ওপারে ২২৩
তেরো : অঙ্গীকার গ্রহণ ২২৬
চৌদ্দ : ইয়াহুদিদের হাতে খ্রিষ্টানদের শাহরগ ২২৮

একাদশ অধ্যায়

ফ্রিম্যাসনরি লজসমূহের ড্রামা # ২৩০

এক : শাহাদাতের দাওয়াতনামা ২৩০
দুই : ফিদায়ি হামলার আগে ২৩১
তিন : ৬ ঘণ্টার যুদ্ধ ২৩১
চার : তরবারির ছায়ায় বেড়ে ওঠা ২৩২
পাঁচ : ফ্রিম্যাসনরি লজের ড্রামা ২৩৩
ছয় : ফিরআউন থেকে শ্যারন ২৩৪

দ্বাদশ অধ্যায়

লাল টেম্পলার # ২৩৬

এক : শাইলাক ও টেম্পলার ২৩৬
দুই : শাসকের ওপর শাসক ২৩৮
তিন : অষ্টপদী বেড়ি ২৩৮
চার : জানোয়ারসুলভ জেদের প্রতিষেধক ২৪০
পাঁচ : শাহ দাওলার ইঁদুর ২৪১
ছয় : এক বিশাল প্রতারণা ২৪২
সাত : লালসার পেয়ালা ২৪২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের কর্মকাণ্ড # ২৪৪

এক : ক্রাইসিস গ্রুপ (ICG) কী ২৪৫
দুই : ক্রাইসিস গ্রুপ কীভাবে কাজ করে ২৪৫
তিন : গ্রুপে কারা থাকে ২৪৬

চতুর্দশ অধ্যায়

পাকিস্তান কেন ফ্রিম্যাসনরির টার্গেট # ২৫০

পঞ্চদশ অধ্যায়

কেনান থেকে কানেকটিকাট পর্যন্ত # ২৫৪

ষোড়শ অধ্যায়

পাথরে লেখা বাস্তবতা # ২৬৬

সপ্তদশ অধ্যায়

ইয়াহুদি চক্রান্ত ভাঙার উপায় # ২৭২

এক : শেকল ভাঙবে কীভাবে ২৭২
দুই : তারপরও কিছু কাজ তো করে যাও ২৭৫
তিন : ফিদায়ি হামলা ২৮১
চার : হে বীরাঙ্গনা মা, তোমাকে সশ্রদ্ধ সালাম ২৮২
পাঁচ : টোটকা পদ্ধতি ২৮৪

অষ্টাদশ অধ্যায়

কয়েকটি ইয়াহুদি পরিভাষা # ২৮৭

চতুর্থ প্রকাশের ভূমিকা

প্রাথমিক কথা : জরুরি আবেদন

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার অনুগ্রহে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং অল্পদিনেই এর প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যায়। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের আগে আমার কাছে বেশকিছু চিঠি আসে। সেসব চিঠিতে দেওয়া পরামর্শের আলোকে—

১. গ্রন্থটির ভাষা সহজবোধ্য করতে পুনর্বার পুরো গ্রন্থটি পড়ে দেখা হয়েছে এবং জটিল-কঠিন ও অবোধ্য শব্দগুলো বাদ দিয়ে সাবলীল ও সহজবোধ্য শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সমাজে ব্যাপক প্রচলিত ইলমি পরিভাষার সমার্থক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

২. গ্রন্থটিতে বেশকিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে যেখানে শুধু ইঙ্গিত করা হয়েছিল, এবারের সংস্করণে সেগুলো ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করা হয়েছে। শেষ দিকে 'কিছু ইয়াহুদিবাদী পরিভাষা' শিরোনামে সেসব শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—ইয়াহুদিবাদ বুঝতে যেগুলো জানা অপরিহার্য। এ কারণে গ্রন্থের কলেবর আগের চেয়ে বড় হয়েছে। ফলে পূর্ববর্তী সংস্করণে যেসব নিবন্ধের আলোচনা ফ্রিম্যাসনরির তুলনায় 'দাজ্জালি রাষ্ট্রব্যবস্থা'র সঙ্গে ছিল বেশি সংগতিশীল, সেগুলো সরিয়ে প্রকাশিতব্য *দাজ্জালি বিশ্বব্যবস্থা* নামক গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যকে সেসব চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যেগুলো শিহরণ-জাগানিয়া হলেও পাঠকের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার কিংবা তাকে নিজের মধ্যে আউলে ফেলার আশঙ্কা ছিল।

এবার আমরা পাঠকদের সামনে তিনটি আবেদন রাখতে চাই :

১. জন্মলগ্ন থেকেই ইয়াহুদিদের সঙ্গে চলে আসছে আমাদের শত্রুতা এবং তা চলতে থাকবে কিয়ামতের খানিক আগ পর্যন্ত। শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে

জগতে বসবাস করাটা হচ্ছে ইয়াহুদিদের একটা স্বভাববিরুদ্ধ বৃত্তি। তারা তো তাদের জাতি থেকে আগত নবি-রাসুলদের পর্যন্ত শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। তারা তাদের নবিদের অবাধ্যতা করেছে, কষ্ট দিয়েছে, উপহাস করেছে, এমনকি অনেককে হত্যাও করেছে। সততা ও পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক মারইয়াম আ.-এর নামে ঘৃণ্য অপবাদ রটিয়েছে। ইসা আ.-কে শূলিতে চড়ানোর চেষ্টা করেছে। শেষনবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে বার বার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে প্রতিবার তা লঙ্ঘন করে বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ রেখেছে। খিলাফতের ভূমিতে অবস্থান করে অনেক সময় তারা খোদ মুসলিমদের থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু বার বার উইপোকার মতো ইসলাম ও উম্মাহর শিকড় কেটে ফেলার চেষ্টা করেছে। আন্দালুসে ইসলামি সালতানাতের বিরুদ্ধে হোক বা ফরাসি বিপ্লবে, উসমানি সালতানাত ধ্বংসের বেদনাদায়ক ট্রাজেডিতে হোক কিংবা হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে অমুসলিম সেনাদলের শিবির স্থাপন-সংক্রান্ত ব্যাপারে, ইরাকের পারমাণবিক প্লান্ট উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে হোক অথবা পাকিস্তানের ব্যাপারে—সর্বত্র তারা তাদের স্বভাবজাত অনিষ্ট কাজের প্রদর্শনী করেছে, অরাজকতা বিস্তার করেছে। তাই পুরো মানবসমাজের বিশেষ করে মুসলিমবিশ্বের জন্য তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকা আবশ্যক। তাদের ব্যাপারে চৌকশ ও সজাগ-সচেতন থাকা জরুরি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এই কল্যাণের দিকে দাওয়াত এবং তাদের অশুভ তৎপরতা থেকে আত্মরক্ষার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

২. ইয়াহুদিদের চাহিদা কখনোই এটা নয় যে, বিশ্ববাসী তাদেরকে তাদের আকিদা-বিশ্বাস মোতাবিক জীবনযাপন করতে দিক। তারা এটাও চায় না যে, ফিলিস্তিনে তারা একখণ্ড ভূমি (তাদের দাবিমতো জর্দান নদীর পশ্চিম তীর—যাকে তারা ইয়াহুদা ও সামরা নামক দুটি অঞ্চল বলে থাকে) পেয়ে যাক। না, এগুলো কখনোই তাদের মূল চাহিদা নয়; বরং তাদের মূল চাহিদা হচ্ছে ইয়াহুদিবাদ বিশ্বের মানুষকে যেন নিজেদের গোলামে পরিণত করতে পারে। তারা শুধু ফিলিস্তিনে নয়; বরং বিশ্বজুড়ে 'বৈশ্বিক ইয়াহুদি রাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাতে তারা গ্লোবাল ভিলেজের প্রেসিডেন্ট, বিশ্বচরাচরের গ্র্যান্ড আর্কিটেক্ট দাজ্জালের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

কথাগুলো মোটেও পাগলের প্রলাপ কিংবা মনগড়া উপাখ্যান নয়; বরং এগুলো বিশ্বব্যাপী বিপুল প্রচারিত সংবাদপত্রের ভাষ্য। নিচের রিপোর্টের শেষ বাক্যগুলোর প্রতি একটু নজর দিন, যেটি ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুন নিউ ইয়র্ক

টাইমসে প্রকাশিত ওই ভাষণের চল্লিতাংশ, যা বিশ্ব-জায়নবাদের নেতৃস্থানীয়দের একটা গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে বিশ্ব-ইয়াহুদিবাদের পথপ্রদর্শক স্টিফেন স্যামুয়েল ওয়াইজ বলেছিল—'ওই দিন কখনো আসবে না, যে দিন আমি মুহূর্তের জন্যও জায়নবাদের স্বার্থের ব্যাপারে উদাসীন থাকব। আমি সর্বদা জায়নবাদী বিশাল স্বার্থের জন্য সচেষ্ট থাকব। কেননা, জায়নবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের ৬০ লাখ ইয়াহুদি প্রাণের জুয়ায় দান হারিয়ে বসেছে। তাদের দৃষ্টিতে এই জগতের কোনো মূল্য ছিল না। তাদের মিশন ছিল জাগতিক স্বার্থের অনেক উর্ধ্বে। তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জন এবং হাজার বছরের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অস্থির ছিল। তারা অধিকার, সাম্য, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবতার অগ্রপথিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বুকে লালন করত।'

প্রশ্ন হতে পারে এই স্টিফেন স্যামুয়েল ওয়াইজ লোকটা আসলে কে? হ্যাঁ, সে মূলত কয়েকটি জায়নবাদী সংগঠনের স্তম্ভ ও প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকায় বিশ্ব-জায়নবাদী কংগ্রেসের ভিত্তি সে-ই রচনা করেছিল।

এই গ্রন্থসহ অনুরূপ গ্রন্থগুলোর প্রচার-প্রসার এ জন্য জরুরি যে, যাতে ইয়াহুদিদের মানবতাবিরোধী লক্ষ্য জগদ্‌বাসীর সামনে উদোম করা যায়। পাঠকসমাজকে মানবতার এই শত্রুদের থেকে নিরাপদ রাখার কল্যাণময় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসব উপকরণ ফি সাবিলিল্লাহ বেশি বেশি করে প্রচার করা চাই।

৩. ইয়াহুদিরা তাদের নাপাক উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণে মিথ্যার আশ্রয় নিতে মোটেও কুণ্ঠিত হয় না; বরং এ শয়তানি কার্যক্রমকে তারা মাতৃদুগ্ধের মতোই হালাল মনে করে থাকে। অতএব, আমাদের জন্য কোনো বাধার তোয়াক্কা না করে সর্বদা সত্যের উচ্চারণ চালিয়ে যাওয়া দরকার। আলোচ্য গ্রন্থে সেসব সত্য তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে, ইয়াহুদিরা যেগুলো তাদের শয়তানি প্রোপাগান্ডার আঁধারিয়ায় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে। এগুলো সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে ফেলা বিশ্বমুসলিমসহ পুরো মানবজাতির বিশাল অনুগ্রহ ও সেবা করার নামান্তর।

যেমন, ইসরাইল প্রতিষ্ঠার বৈধতা অর্জনের লক্ষ্যে তারা 'হলোকাস্ট' নামক একটা বিশাল মিথ্যা কাহিনি বানিয়ে নিয়েছে। 'হলোকাস্ট' মূলত গ্রিক 'হলোকাস্টিং' শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে দেবতার পায়ে নৈবেদ্য প্রদান। বলা হয়ে থাকে, হিটলার জার্মানির ক্ষমতার মঞ্চে আসার পর থেকে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ, ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নাৎসিবাহিনীর হাতে ৬০ লাখ ইয়াহুদি নিহত হয়েছে। তারা ইয়াহুদিদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে; কিন্তু আসলে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে গণহত্যার যে উপাখ্যান গেয়ে বেড়ানো হয়, তা মূলত বিশ্ববাসীকে ফিলিস্তিনে ইয়াহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে একাত্মকরণের উদ্দেশ্যে। ফলে এর পরপরই তৎকালীন বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা একযোগে ঘোষণা দেয়—'ইয়াহুদিরা অত্যাচারিত ও নিগ্রহের শিকার। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তারা মানবতাহীন অনাচারের শিকার হয়েছে। তাই তারা তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তিনে স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার অধিকার রাখে।'

বাস্তবতার দিকে তাকালে কিন্তু ৬০ লাখ ইয়াহুদিকে হত্যার এই জারিজুরি সম্পূর্ণরূপে উদোম হয়ে যায়। যেমন :

১. *ওয়ার্ল্ড আলমানাক* (World Almanac) নামক সাময়িকীর কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে *ওয়ার্ল্ড আলমানাকের* ৫১০ পৃষ্ঠায় বিশ্বে ইয়াহুদিদের জনসংখ্যা বলা হয় ১ কোটি ৫৭ লাখ ৪৮ হাজার ৯১ জন। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এই *ওয়ার্ল্ড আলমানাকের* ৪৮৭ পৃষ্ঠায় এক রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে ইয়াহুদিদের জনসংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৫৬ লাখ ৬৯ হাজার। অর্থাৎ, বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে ব্যবধান মাত্র ৫৮ হাজার ৯১ জনের। তাহলে ৬০ লাখের হিসাব গেল কোথায়? তাই বিশ্ববাসীর জন্য অবশ্যই এ অধিকার রয়েছে যে, তারা ইয়াহুদিদের প্রশ্ন করবে—অবশিষ্ট ৫৯ লাখ ৪১ হাজার ৯০৯ জন ইয়াহুদি কোথায়?'

২. হলোকাস্টের মাতম যদি বাস্তবই হয়, তাহলে চরমপন্থি ইয়াহুদিদের জন্য ওই প্রশ্নের জবাব দিতে লজ্জার কী কারণ যে, স্টিফেন স্যামুয়েল ওয়াইজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৩৯ বছর আগেই ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে কেন ৬০ লাখ ইয়াহুদিকে হত্যার কথা উঠিয়েছিল? কেন এই মিথ্যা উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনে ইয়াহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছিল?

৩. হলোকাস্টের বাস্তবতা থেকে থাকলে কেন এ নিয়ে গবেষণা করা এবং নিজস্ব মত প্রকাশের ওপর ইয়াহুদিরা অলিখিত বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে? সত্যপন্থি গবেষকরা তো হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসে গবেষণা চালিয়ে সত্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে থাকেন। কেন তাহলে মাত্র ৬০ বছরের প্রাচীন ট্রাজেডি নিয়ে কোনো গবেষণা করা যাবে না?